দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... FEB 12 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

29

ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ

বাতিল পরীক্ষা আর নেয়া হবে না ঃ ঢাঃবি'র সিদ্ধান্ত

॥ কৈলাস সরকার ॥

একদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মান-সম্মান অপরদিকে ছাত্রছাত্রীদের হুমকি ও আন্দোলন এ দু'টির চাপের মুখে বিপাকে পড়েছে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ। দীর্ঘ ১ মাস যাবৎ আন্দোলনের মুখে অচলাবস্থায় রয়েছে কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থা।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলেছে, কলেজের পরীক্ষা কেন্দ্র পুনর্বহাল এবং ছাত্রছাত্রীদের বাতিলকৃত পরীক্ষাটি আর কখনোই হচ্ছে না। ফলে অসংখ্য ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন ও কলেজের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। নকলে বাঁধা দেয়ায় পরিদর্শকদের মারধরের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই গত ১ মাস ধরে এ অচলাবস্থা ও সমস্যার সৃষ্টি। এ অবস্থার অবসান ও সমস্যার সমাধানে এখনো কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

মেডিক্যাল কলেজগুলো ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধিভুক্ত। গত ১০ই জানুয়ারি ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রতিনিধিদল যান। নকলে বাধা দেয়ার কারণে প্রতিনিধিদলের দুজন শিক্ষককে বাসস্ট্যান্ডে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়। পরিদর্শক টিম ঢাকায় ফিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট পেশ করার পর কর্তৃপক্ষ ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ কেন্দ্রটি বাতিল ও পরীক্ষাটি বাতিল ঘোষণা দেন। পরীক্ষা ও পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিলের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কলেজের ছাত্রছাত্রীরা সাথে সাথে আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনে তারা অনশন, প্রতিবাদ মিছিল এবং ক্লাস বর্জন শুরু করে। তাদের আন্দোলনের সাথে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, চিকিৎসক পরিষদের নেতৃবৃন্দ একাত্মতা প্রকাশ করে।

প্রতিনিধিদলের একজন এবং সহকারী প্রক্টর মোঃ আবু তালেব ঘটনা সম্পর্কে বলেন, প্রতিনিধিদল গিয়ে দেখতে পায় সেখানে অবাধে নকল চলছে। একজন ছাত্রকে নকল করতে দেখে অপর একজন প্রতিনিধি এ, কে, এম সাইফুল ইসলাম খান ওই ছাত্রের রোল নম্বর নিয়ে আসেন। পরীক্ষাশেষে যখন তারা ময়মনসিংহ বাসস্ট্যান্ডে আসেন তখন কয়েক যুবকসহ উক্ত ছাত্র তাদের হুমকি দেয়। এক পর্যায়ে শারীরিকভাবে তাদের লাঞ্ছিত করে।

জানা গেছে, প্রতিনিধিদল ঢাকায় ফিরে আসার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিনিধিদল বিস্তারিত রিপোর্ট করেন। রিপোর্টের ভিত্তিতে গত ১৯শে জানুয়ারি ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষকে কারণ দর্শাও নোটিশ পাঠানো হয় টেলিগ্রামের মাধ্যমে।

ময়মনসিংহ থেকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা নীলরতন সরকার জানান, 'কেন পরীক্ষা কেন্দ্র ও পরীক্ষা বাতিল করা হবে না' এ মর্মে পাঠানো নোটিশটি কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে গত ২৪শে জানুয়ারি। নোটিশ পাওয়ার পর কলেজ কর্তৃপক্ষ ৫ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। গত ২রা ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট জমা দেয়া হয়।

জানা গেছে, রিপোর্ট কাউকে চিহ্নিত করা যায়নি। রিপোর্টে লাঞ্ছিত শিক্ষক-দেরকে আহ্বান জানানো হয়েছে হামলাকারীদের চিহ্নিত করার জন্য। এছাড়া গত ২৫শে জানুয়ারি আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের ৬/৭ জনের একটি প্রতিনিধি দল ঢাকায় এসে পর্যবেক্ষক প্রতিনিধিদের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে। কলেজ কর্তৃপক্ষের একটি প্রতিনিধি দলও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। তবে কোন ইতিবাচক সিদ্ধান্ত হয়নি। ছাত্রছাত্রীদের বক্তব্য হচ্ছে- দু'একজনের অবৈধ উপায় ও অপরাধের কারণে সকল সাধারণ ছাত্রছাত্রী শাস্তি পেতে পারে না। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবন ধ্বংস হতে পারে না। জানা গেছে, একদিকে হামলাকারীদের হুমকি ও আন্দোলনকারীদের চাপ অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের চাপ ও একটি কারণে কলেজ কর্তৃপক্ষ বিপাকে পড়েছে।

এ ধরনের একটি ঘটনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মানসম্মানের প্রশ্নের সাথে জড়িত রয়েছে বলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি মতামত দিয়েছে। সম্প্রতি সমিতির নেতৃবৃন্দ উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করেছেন। তারা পরীক্ষাকেন্দ্র ও পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্তে অটল থাকার জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাহ মোঃ হাবিবুর রহমান জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আইন অনুযায়ী ময়মনসিংহ কলেজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে। বাতিলকৃত পরীক্ষা আর নেয়া হবে না। তবে ৪ মাস পরবর্তী পরীক্ষাটি যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হবে। এক্ষেত্রে একটি পরীক্ষার নম্বর থেকে ছাত্রছাত্রীরা বাদ পড়ল। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জানান, কেন্দ্র যেহেতু বাতিল করা হয়েছে, তাই পরবর্তী পরীক্ষাগুলো গ্রহণ করা হবে ঢাকায়।

তিনি আরো জানান, এ সিদ্ধান্তের কোন পরিবর্তন হবে না। এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে একাডেমিক কাউন্সিলের কোন অনুমোদন লাগে না বলে তিনি জানান।